Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 270-280

নবদ্বীপ – একটি বিস্মৃত রাজধানী

কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ

চৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস

ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম জনপদ। ভারতের প্রাচীন জনপদ গুলির মধ্যে বঙ্গদেশ অন্যতম। ঋগবেদের ঐতেরেয় আরণ্যকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় - 'বয়ংসি বঙ্গাবগধা–শ্চৈরপাদাঃ।[1] (ঋগবেদ ২/১/১) রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, হরিবংসশ, সিংহলি মহাবংশ ও দ্বীপবংসে বঙ্গের উল্লেখ আছে । মহাভারতে প্রাচীন বঙ্গভূমির সাগরসঙ্গম ও করোতোয়া তীরকে তীর্থস্থান বলা হয়েছে । জৈনপ্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে বঙ্গ ও লাঢ় দেশের অধিবাসিদের অনার্যকোম বলা হয়েছে । মহাভারতে অন্ধ ঋষি দীঘর্তমাসের ঔরসে বলির স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি সন্তান উৎপাদনের বর্ননা আছে। এই পাঁচ পুত্রের নাম – অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুম্ভ। এছাড়া বঙ্গ শব্দটির উল্লেখ আছে অন্ধ্রের গুন্টুর জেলার নাগার্জুনিকন্ড শিলালিপিতে (৩য় শতক) , দিল্লির সন্নিকটে মেহেরৌলি লিপিতে(৪র্থ শতক) এবং বাতাপির চালুক্যরাজ পুলকেশির মহাকুট স্তম্ভলিপিতে। [2]

মহাভারতের যুগে বঙ্গের শাসনকর্তা রুপে সমুদ্রসেন ও চিত্রসেনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা বাংলার কোন অংশের শাসক ছিলেন,তাদের রাজধানী কোথায় ছিল? সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায়না। তবে কেউ কেউ সমুদ্রসেনকে নবদ্বীপ সমীপবর্তী সমুদ্রগড়ের রাজা বলে অভিহিত করেছেন।[3] বাংলার সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইতিহাসবেত্তাদের মতে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দের (আ. ৩৪৩ খ্রী.পূ.) সময়ে বঙ্গদেশ মগধের অধীনস্থ ছিল। এই সময় বঙ্গে গঙ্গারিডি জনপদের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। গঙ্গারিডি রাজ্যের সেনাবাহিনী এত পরাক্রান্ত ছিল যে, আলেকজান্ডার পূর্ব ভারত আক্রমন না করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থান ছিল বাংলার লাঢ় বা রাঢ় অঞ্চলে, যার পূর্বসীমায় প্রবাহিত ছিল গঙ্গা নদী।[4] মৌর্যযুগে অশোকের আমলে বঙ্গদেশ মগধের অধীনস্থ ছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় আশোকের প্রচলিত মুদ্রা বঙ্গদেশের নানা স্থানে পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে গৌড় এবং লাঢ় অঞ্চল যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ রাজশাহী জেলার পুঁথিয়া থানার জগদীশ পুর গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন।[5] সমগ্র বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নর-পতি ছিলেন শশাঙ্ক । শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী গৌড়ের ইতিহাস ঘন- তমসাচ্ছন্ন। এই

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

দুঃসময়ে গোপাল (৭৫০-৭৭৫ খ্রীঃ) শাসনভার গ্রহন করে দেশে শান্তি স্থাপন করেন এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৭৫-৮০৭ খ্রীঃ) বঙ্গ-বিহার- কান্যকুব্জ ও দক্ষিণভারতের মাদ্রাজ পর্যন্ত অধিকার করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। শুধু তায় নয়, তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, নবদ্বীপ নিকটস্ত সুবর্ণবিহারের বৌদ্ধ মঠটি এই পর্বের একটি বিশ্ববিদ্যালয়।[6] পাল রাজাগণের অন্তিম পর্বের নৃপতিগণ বিশাল পাল সাম্রাজ্যের অধিকার হারিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সুযোগে সামন্ত শাসকবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পূর্ব বাংলায় চন্দ্র বংশ (৮৬৫-১০৫৫), বরেন্দ্রভূমিতে কম্বোজ বংশ (৯১৫-১০৫৫), রাঢ় বঙ্গে সেন বংশ (১০৬০-১২১৫), উৎকল ও দক্ষিণ বঙ্গে বর্মা বংশ (১০৫৫-১১৪৫) এবং সমতট অঞ্চলে দেশবংশ ও হরিকেল বংশের উত্থান ঘটে।

সেন আমলে নবদ্বীপঃ সেন আমলে রচিত গ্রন্থাবলীতে বা তাম্রশাসনে নবদ্বীপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। নবদ্বীপে যে সেন-রাজধানী ছিল, এর সপক্ষে কোন পাথুরে প্রমান পাওয়া না গেলেও এই জনপদটির সঙ্গে তাদের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল ঐতিহাসিকরা তা স্বীকার করেছেন। সেন রাজত্বকালে অধিকাংশ তাম্রশাসন প্রচারিত হয়েছে বিক্রমপুর থেকে, একমাত্র মাধাইপুর অনুশাসন ধার্যগ্রাম থেকে প্রচারিত। সেন রাজাদের প্রধান রাজধানী ও স্কন্ধাবার ‘বঙ্গ’ জনপদের অর্ন্তগত বিক্রমপুরে এবং বিক্রমপুরের অবস্থিতি ছিল মেঘনা নদের তীরে বর্তমান ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের সন্নিকটে। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে, স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারা্ত। তাহলে প্রমানিত হয় যে, পবনদূতে বর্ণিত ‘বিজয়পুর’ ও তাম্রশাসনে খোদিত ‘বিক্রমপুর’ দুটি পৃথক স্থাননাম এবং একে অপরের থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বিক্রমপুর সুহ্ম জনপদের অন্তর্গত ছিল না; কিন্তু বিজয়পুরের অবস্থিতি হল গঙ্গা নদীরতীরে সুহ্ম জনপদের মধ্যে।[7] একটি বিস্মৃত রাজধানী)

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ধার্যগ্রামের অবস্থান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সন্নিকটে ধাত্রিগ্রাম। সেন রাজাদের প্রচারিত তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁরা ছিলেন কর্ণাটক দেশবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘Samanta sen a feudatory Raja of Karnataka, after

being repeatedly defeated by his over lord fled to Bengal, where He founded a small colony on the banks of Bhagirathi. This colony was probably founded at Nabadwip.'8 বৈষ্ণব সাহিত্যে নবদ্বীপের পূর্ব সীমায় অবস্থিত একটি গ্রামকে 'সীমন্তদবীপ' বা 'সিমলিয়া' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[9] সেনস্মৃতিবিজরিত 'বল্লালঢিবি' এবং 'বল্লালদীঘি' এই স্থানেই অবস্থিত। সামন্তসেন হয়ত এখানেই বাসস্থান নির্মান করেছিলেন। সেন-রাজারা এদেশে এসে প্রথমে রাঢ় অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছিলেন। উত্তরকালে বিজয়সেন রাঢ়-বঙ্গ ও বরেন্দ্রির দক্ষিণাংশ অধিকার করেছিলেন। সীতাহাটি ও ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে,শূরবংসীয় কন্যা বিলাসিনীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন বিজয়সেন।[10] ইংরেজ ঐতিহাসিক মার্শম্যানের মতে, আদিশূরের রাজধানী ছিল নবদ্বীপে।[11] হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন নিজ বাহুবলে কুমারপালকে পরাজিত করে গৌর রাজ্য দখল করেন। শেক শুভোদয়া গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বিজয়সেনের গৌর বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে।[12] গৌড়রাজ্যঅধিকারের পূর্বে বিজয়সেন সমগ্র রাঢ়-বঙ্গের অধীশ্বর হয়েছিলেন। আনুমানিক ১০৯৫ খ্রীঃ বিজয়সেন সমগ্র রাঢ়ের উপর আধিপত্য বিস্তারলাভে সক্ষম হন এবং এই পর্বে তিনি নবদ্বীপ কে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । তাই নবদ্বীপকে গৌরবার্থে 'বিজয়পুর' নাম দেওয়া হয়। নবদ্বীপেই যে তাঁর রাজধানী ছিল বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা যঞ্জেশ্বর চৌধুরি স্বীকার করেছেন।[13] বিজয়সেন গঙ্গা তীরবর্তী মনোরম স্থানে রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রেখেছিলেন 'বিজয়পুর'।

কবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূতম'কাব্যে বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন নগর 'বিজয়পুর- এর উল্লেখ আছে। কবিরাজ চক্রবর্তী ধোয়ী বা ধোয়িক দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে আর্বিভূত হয়েছিলেন এবং তিনি 'পবনদূত'নামক একটি দূত কাব্য রচনা করেন। সেন রাজবংসের তৃতীয়নৃপতি মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের যে পাঁচজন যশস্বী রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন সে কথা প্রচলিত একটি সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত আছে, -

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ ।।

সেন আমলে 'কবিরাজ' এই বিশেষণটি পবনদূতের রচয়িতা ধোয়ীর পক্ষে প্রযোজ্য ছিল।[14] 'পবনদূত' কাব্যে পবন বা বায়ুর গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে সুদূর দক্ষিণ ভারতের প্রান্তদেশে অবস্থিত চন্দনাদ্রী বা মলয় পর্বত হতে পূর্ব ভারতের ব্রহ্ম বা সুহ্ম জনপদের বিজয়পুর পর্যন্ত । কবির বর্ণনায় যাত্রাপথের ক্রম এভাবে নির্দেশিত হয়েছে

– (১) চন্দনাদ্রী (২) উরগপুর (৩) পাণ্ড্যরাজ্য (৪)সেতুবন্ধ (৫) লঙ্কাদ্বীপ (৬) রামেশ্বর (৭) কাঞ্চীপুর (৮) চোলরাজ্য (৯) কাবেরী নদী (১০) মাল্যবাণ পর্বত (১১) পঞ্চাপসর (১২) অন্ধ্রজনপদ(১৩) গোদাবরীনদী (১৪) কলিঙ্গ নগর (১৫) রেবানদী (১৬) যযাতি নগর (১৭) সুহ্মদেশ (১৮) ত্রিবেণী (১৯) ব্রহ্ম জনপদ ও (২০) বিজয়পুর।[15] পবনদূত কাব্যে ত্রিবেণী অতিক্রম করার পর বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে ত্রিবেণী হতে বিজয়পুর অধিক দূরে অবস্থিত ছিলনা। বিজয়পুরের অবস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ও সভাকবি ধোয়ী বিজয়পুরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই স্থানে বসবাস করতেন। বিজয়পুরের অবস্থিতি ছিল ত্রিবেণীর অনতিদূরে গঙ্গানদীর তীরে সুহ্ম জনপদে। সমসাময়িক কবির মতে বিজয়পুরে একটি সেনানিবাস বা স্কন্ধাবার ছিল। কিন্তু এর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমান নেই। মিনহাজের মতে লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে নওদিয়াহ বা নবদ্বীপে বসবাস করতেন। বিজয়সেনের বঙ্গ অধিকারের পূর্বে বিজয়পুরে রাজধানি ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ নবদ্বীপকে বিজয়পুর বলে চিহ্নিত করেছেন।[16]

রমাপ্রসাদ চন্দের মতে রাজশাহী জেলার বিজয়নগর হল পবনদূতের বিজয়পুর। কিন্তু গৌররাজমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিস্তারিত ভূমিকায় অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন, ‘ধোয়ীর “পবনদূত” কাব্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। এই নগর বিজয়সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তাই “গৌড়রাজমালায়”স্থির করা হয়েছিল যে, ধোয়ীর বিজয়পুর দেওপাড়ার নিকটবর্তী বিজয়নগর। কিন্তু নতুন লেখাদির আবিস্কারে এই ধারনার সর্মথন পাওয়া যায় না। অবশ্য “পবনদূত” কাব্যের বর্ণনা হইতেও দেখা যায় বিজয়পুর গঙ্গার তীরে ত্রিবেণীর নিকতবর্তী ছিল এবং সেখানে পৌছিতে গঙ্গানদী পার হতে হত না। কেউ কেউ বলেছেন, বিজয়পুর নবদ্বীপের অপর নাম। মূসলমান আক্রমনকালে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপে অবস্থান হতে মনে হয়, এটা অসম্ভব নয়। যায় হোক সেনবংসের লেখমালায় দেখাযায়, বিজয়ের পূর্বপুরুষ কর্ণাট দেশ হতে এসে রাঢ়দেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[17] নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খানের আমলে রচিত আনন্দভট্রের বল্লালচরিতের ২৭ তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল নবদ্বীপে।

ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম ১৯০৫ খ্রীঃ মনোমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ‘পবনদূত’ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সম্পাদকীয় ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘Bijaypure is

apparently to be identified with Nudiah (Nadia or Nabadwip), which was the capital of Lakhmaneya at the time of the inroad of Muhammad – I – Bakthyar . Is this name connected in any way with Vijaysena, grand- father of Lakhsmansena?'

বাংলা ১৩৩০ সালেসাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়'শীর্ষক প্রবন্ধে নিখিল নাথ মন্তব্য করেন যে, পবনদূতে বর্ণিত স্থাননাম গুলির অবস্থানের সঙ্গে কাব্যের বর্ণনার ঐক্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবদ্বীপই কাব্যে বর্ণিত বি জয়পুর নামক রাজধানী। তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন, পবনদূতের বিজয়পুর বা নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, গৌড় বা লক্ষণাবতী লক্ষ্মণসেনের সময়ে তার রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। নবদ্বীপের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যেরুপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, গৌড় বা লক্ষণাবতীর সঙ্গে সেরুপ সম্বন্ধ ছিল না। নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের অবস্থানের কারনেই প্রথমে বখতিয়ার খলজী নবদ্বীপ আক্রমন ও অধিকার করে গৌড় বা লক্ষণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন।[18]
ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী বোধ হয় ছিল নবদ্বীপ, বা মিনহাজ – উদ –দীন কথিত নুদীয়া নগর। নদীয়া – নবদ্বীপ যে সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল তাহা কুলজী গ্রন্থমালা দ্বারাও সমর্থিত। সমন্ধনির্ণয় ও বল্লাল-চরিত গ্রন্থের মতে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ রাজধানীতেই বাস করিতেন।[19]

বিজয়পুরের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মন্তব্য করেছেন, 'লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতে দক্ষিণ হইতে আগত পবনকে কবি ত্রিবেণীর পরেই স্কন্ধাবার এবং রাজধানী বিজয়পুরে যাইতে বলিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বোধ হয় যে, ইহা নদীয়া নগরীস্থিত সেন রাজধানী ভিন্ন অন্যকোন স্থান হইতে পারেনা। ত্রিবেণী–সপ্তগ্রামের উত্তরে অবস্থিত বল্লালদীঘি এবং বল্লালঢিবি চিহ্নিত, প্রাচীন সেন রাজধানী নদীয়া নগরীকে অতিক্রম করিয়া অন্যকোন অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল– এই কল্পনার সার্থকতা দেখিনা। এই বিচারে নদীয়ারই প্রাচীন নাম বিজয়পুর ছিল– এই সম্ভাবনাই স্পষ্টীকৃত হয়। কাজেই সেন বংসের প্রথম রাজা বিজয়সেনের কৃতনামা রাজধানী বিজয়পুর সেনবংসের প্রাচীন রাজধানী ছিল।
বিক্রমপুর পরে বিজিত হয় এবং যে কারণে জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই

কারণেই বাংলার সরকারী রাজধানী সেনযুগে নদীয়া – বিজয়পুর হইতে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে।[২০] এই প্রসঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'The identification of this capital city of the sena royal family of Bengal has been the subject of much controversy among scholars. But seems to be in favour of its identification with Nadia or Nabadwipa, which is probably the same as Nudiah, the capital of Lakhmaniya at the time of the inroad of Muhammad – i-Bakht-yar.'21 (Indian historical quarterly 526)

বিজয়পুরের অবস্থিতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, The narrative of Dhoyi makes it likely that Vijoypura did not lie so far north of Triveni as Nadiya which was the seat of 'Raj Lakhmaniah' at the time of the khilji raid. It cannot identified with Bijoynagar in Rajshahi.[22]

রমেশচন্দ্র মজুমদার অত্যন্ত পরিস্কারভাবে মন্তব্য করেছেন – 'Nadiya or Nabadwipa was also capital city at the time of Laksman Sena. The Pavanduta of Dhoyi places the capital of Lakhsmansena at Vijoypura probably name after Vijaysena. It stood on the Ganges not far from Triveni (Hooghly District), but its exact position is uncertain.[23]

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, 'এই বিজয়পুর নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোন স্থান। পবন কে আর গৌড়ের দিকে আসিতে হয় নাই। ধোয়ীকবি আরও লিখিয়াছেন, বিজয়পুরে লক্ষ্মণসেনের নতুন রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, গৌড়ে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক হয় নাই। তিনি সর্বদা গৌড়ে থাকতেন না। লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তাহা হইলে তিনি গৌড় ছাড়িয়া নবদ্বীপে থাকিতেন না.'[24]

সমগ্র আলোচনাটিতে ১০৯৫ খ্রীঃ বিজয়সেনের উত্থান হতে ১২০৫ খ্রীঃ লক্ষ্মণসেনের পরাজয় পর্যন্ত ১১০ বছর যাবৎ নবদ্বীপ শহর সেন রাজবংসের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। অতীতে নবদ্বীপ পবিত্র গঙ্গানদীর তীরে সুক্ষ্ম অথবা

সুহ্মোত্তর জনপদের মধ্যে অবস্থিত একটি বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র ও পূণ্য তীর্থস্থান ছিল। ধোয়ীয় পবনদূতে বর্ণিত বিজয়পুর হল সুরনদীর তীরে সুহ্মদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপ, এবং এই স্থান গৌরবার্থে 'বিজয়পুর' বলে বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে বল্লালসেন যে নবদ্বীপে বসবাস করতেন, তা বল্লালচরিত এবং কুলজী গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত এবং এই স্থানেই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, এটি পবনদূতের বিবরণ দ্বারা সমর্থিত। তবকাত–ই নাসিরীর বিবরণ অনুসারে ইখতিয়ার-উদ্দিনের নদীয়া অভিযানের সময় রাজা লক্ষ্মণসেন নদিয়াহ বা নবদ্বীপেই ছিলেন। বরেন্দ্র বিজয়ের (১১৫৩-৫৪) অভিজ্ঞান স্বরূপ বিজয়সেন তাঁর জীবনের শেষভাগে (১১৫৮খ্রীঃ মৃত্যু) দেওপাড়া শিলালিপি খোদায় করে প্রতিষ্টা করেন। দেওপাড়া / বিজয়নগরের ভৌগলিক অবস্থিতি রামপুর–বোয়ালিয়া বা বর্তমানে রাজশাহী শহর হতে ১৬ কি.মি পশ্চিমে, অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে যেখানে কোন উল্লেখযোগ্য নদী নেই। ১১৪৫ খ্রীঃ বিক্রমপুরে ভোজবর্মাকে পরাজিত ও উৎখাতের পূর্বে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল নবদবীপ/বিজয়পুরে। সামগ্রিক পর্যালোচনার দ্বারা নবদ্বীপকে বিজয়পুর বলে সনাক্ত করার পিছনে যথেষ্ট তথ্য ও ইঙ্গিত রয়েছে, যা কবিরাজ চক্রবর্তী ধোয়ী অত্যন্ত দ্বার্থহীন ভাষায় 'বিজয়পুর'কে অন্যতম সেন রাজধানী ও স্কন্ধাবার বলে বর্ণনা করেছেন।[25]

এখন দেখব নবদ্বীপ এবং নদীয়া এক এবং অভিন্নকিনা। বাংলায় মুসলমান অধিকারের আদিপর্বে যে সকল স্থান নামের সঙ্গে ইতিহাসে সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে তা' হল 'নওদিয়াহ' বা 'নোদিয়াহ'নামক একটি রাজধানী শহর। যেখানে তৎকালীন বাংলার অধিপতি রায় লখমনিয়া বসবাস করতেন। কাজী মিনহাজ- উদ-দীন সিরাজের 'তবকাত–ই -নাসিরী'তে উল্লেখ আছে, মালিক মহম্মদ বখতিয়ার এর বীরত্ব, শৌর্য ও বিজয়ের খ্যাতি যখন রায় লখমনিয়ার কাছে পৌঁছায় তখন তাঁর রাজধানী নওদিয়াহ শহরে ছিল। ১৯৮৩ খ্রীঃ আবুল কালাম মোহম্মদ কর্তৃক 'তবকাত–ই–নাসিরী'গ্রন্থের ২০, ২১, ও ২২ সংখ্যক তবকাতের বঙ্গানুবাদ বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। যাকারিয়া সাহেব রায় লখমনিয়াকে মহারাজা লক্ষ্মণসেন বলে মেনে নিলেও নওদিয়াহ বা নোদিয়াহকে নবদ্বীপ বা নদীয়া বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে মিনহাজ বর্ণিত নওদিয়াহ হল রাজশাহী জেলার নওদা নামক স্থান। আবার জনাব আবদূল সামাদ রচিত ও ১৯৯৯ খ্রীঃ প্রকাশিত 'আমার আবিস্কার মালদায় নোদীয়া শহর'গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে যে নওদীহ শহর মালদহ জেলায় অবস্থিত ছিল। সম্প্রতিকালে একটি

অপ্রকাশিত গবেশনা গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে যে, মিনহাজ বর্ণিত নওদিয়াহ বা নোদিয়াহ শহর ছিল দূর্গাপুরের সন্নিকটে এবং নোদিয়ার শাসক রায় লখমনিয়া ও মহারাজা লক্ষ্মণসেন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[26]

যাকারিয়া সাহেবের প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্র উদ্ধৃত করে অধ্যাপক সুখোময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব'ভিন্নমুখী মতের বিচার নামক প্রবন্ধে উক্ত মত খণ্ডন করেছেন। অনেকের মতে নবদ্বীপ কোনদিন সেনরাজাদের স্থায়ী রাজধানী ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কখনও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন হয়নি। কারণ ১০৯৫ খ্রীঃ পূর্বে হেমন্তসেন ও বিজয়সেন রাঢ় অঞ্চলের একটি অংসে আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন ।রামপালের রাজত্বের শেষভাগে বিজয়সেন রাঢ়ের অধিকাংস অঞ্চল অধিকার করলেও ঐ সময়ে বর্মরাজ হরিবর্মার রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে। বিজয়সেন দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধের প্রায় শেষভাগে বঙ্গ জনপদ অধিকার পূর্বক বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহলে ১০৯৫ খ্রীঃ হতে বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত রাঢ়ের অধিপতি বিজয়সেন কোনস্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন? দেওপাড়া শিলালিপিতে ঈঙ্গিত পাওয়া যায় গঙ্গাপুলিনে কোন এক পূণ্যস্থানে সেনরাজারা (সামন্তসেন) বসবাস করতেন। সম্ভাবত এই কারনে অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে নবদ্বীপে বিজয়সেনের রাজধানী।

ছিল, যা পরবর্তী কালে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।[27] অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক সম্পাদিত তাম্রশাসনে দুটি রাজধানীর নামোল্লেখ আছে– একটি লক্ষণাবতী এবং অপরটি বিক্রমপুর। কিন্তু লক্ষ্মণসেন বা তাঁর পূর্বপুরুষগণের কোন অভিলেখতে লক্ষণাবতীর নামোল্লেখ নেই। তবকাত–ই–নাসিরী রচনার পূর্বে কোন রাজকীয় দলিল পত্রে বা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষণাবতীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ইখতিয়ার উদ-দীনের অধিকারের পূর্বে ঐ স্থান লক্ষণাবতী বলে পরিচিত হলে তাঁর স্বর্ণমুদ্রা বা টঙ্কে 'গৌড় বিজয়'কথাটি খোদিত হতনা।

স্যার যদুনাথ সরকার অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন বখতিয়ার নবদ্বীপ আক্রমন করেছিলেন, নওদা বা অনত্র নহে । 'From his last night's resting place in the woods, some 20 miles north-west of Navadvip Muhammad

Bakhtyar resumes his march at sun rise.' অপরপক্ষে নওদার অবস্থিতি ছিল রাজশাহী জেলায় যা গৌড় হতে ২০ মাইল বা ৩২ কি.মি দক্ষিণ-পূর্বে ।

চর্তুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ব্যতীত অপর কোন বাংলা সাহিত্যের পুঁথির সংবাদ জানা যায়নি। কৃত্তিবাসের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি নবদ্বীপ ও নদীয়া এক ও অভিন্ন স্থান নাম।

গঙ্গাকে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
একরাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম।।
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান।। (আদিকান্ড)

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। এর আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, নবদ্বীপ ও নদীয়া এক ও অভিন্ন স্থান নাম, -

ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তিকার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়।।
সর্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহন।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।।
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বুলি সবে ধায়।।
হেন হরি ধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়ে।
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়ে।।

মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের শেষভাগে 'চন্ডীমঙ্গ' কাব্য রচনা করেন। তাঁর স্থাপনা পালার বর্ণনা হতে জানা যায় নবদ্বীপ ও নদীয়া এক ও অভিন্ন।

'ভূবন বিখ্যাত নাম   সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদীপ সার নবদ্বীপ
মহাকলি অন্ধকারে   চৈতন্য অবতারে
প্রকাশিল হরিনাম – দীপ'।

'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতং'গ্রন্থে (৭ম অধ্যায়ে) নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে (১৬৯৬–১৭০৬খ্রীঃ) নবদ্বীপাধিপতি ও তার রাজ্য কেন বদ্বীপ রাজ্য বলে উল্লেখ আছে। নবদ্বীপ ও নদিয়া যে অভিন্ন স্থান নাম এ বিষয়ে সকল প্রকার সংশয় দূর করেছেন অন্নদামঙ্গলের কবি রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র, -

'মজুমদারে কহিলা কবির গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান।।
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাপার হইলা।।
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীয় রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।।

ভারতচন্দ্রের বিবরণে নবদ্বীপ বা নদের অবস্থান হল, -

গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপ পশ্চিম বাহিনী।
পুনশ্চত্রিবেণী হইলা দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোক তারিণী।।

পরচিতি লাভ করে । নদীয়া জেলা গেজেটিয়ারে নদিয়া জেলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উল্লেখ আছে 'It takes its name from the town of Nadia or Nabadwip situated at present on the west bank of Bhagirathi .'[29]

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবদ্বীপ নামের পূর্ণ সংকরণ নদীয়া নাম টি। আবার নবদ্বীপের পূর্ব নাম ছিল বিজয়পুর। বিজয়পুর নামটি এসেছিল সেন রাজা বিজয়সেনের নাম থেকে। আর নবদ্বীপ নামটি নতুন দ্বীপ অর্থেই যুক্তিযুক্ত। বিজয়পুর > নবদ্বীপ > নদীয়া = এক অর্থে ব্যবহৃত এটা বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

1, *ঋগবেদ*
2, *নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত* – মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল
3, নবদ্বীপ মহিমা – ক্রান্তি চন্দ্র রাড়ি
4, নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত
5, বাংলার ইতিহাস – রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ২য় খণ্ড পৃ .৬৬০-৬৫

6, পূর্বোক্ত

7, *একটি বিস্মৃত রাজধানী* – যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

8, *A School History of* India –H.P. Sastri

9, *ভক্তি রত্নাকর* – নরহরি চক্রবর্তী ১২/ ৫১-৫২

10, *Marshman's History*, p 25

11, Ibid

12, *গৌড় লেখমালা* – অক্ষয় কুমার মৈত্র, পৃ, ৫৬-৫৯

13, *একটি বিস্মৃত রাজধানী*

14, ঐ 15, পবনদূত ধোয়ী

16, *একটি বিস্মৃত রাজধানী*

17, গৌড় রাজমালা – রমাপ্রসাদ চন্দ পৃ,৯১

18, *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা* পৃ, ১৭-৪০

19, বাঙালীর ইতিহাস – নীহার রঞ্জন রায়

20, *প্রবাসী*

21, *Indian Historical Quarterly* sep. 1932

22, *History of Bengal* by R.C.Majumder

23, History of Ancient Bengal

24, *গৌড়ের ইতিহাস*

25, *একটি বিস্মৃত রাজধানী*

26, ঐ 27, ঐ

28, *History, Literature and Mythology of the Hindos* by William Ward vol 2

29, *Bengal District Gazetters, Nadia* - H.E.Jerret